আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-৩

১. রাসূল (স:) এর হাত ধরে তার চাকর বালিকা তাকে যে কোন স্থানে নিয়ে যেতেন এবং তাকে প্রশ্ন করতেন। (মিশকাত ৫৮০৯, আহমদ ১১৫৩০)

২. রাসূল (স:) হাত দিয়ে নিজের স্যান্ডেল মেরামত করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন, ভেরীর দুধ দোহন করতেন, গরিবদের সাথে বসে কথাবার্তা বলতেন, এতিম ও বিধবাদের সাথে হেঁটে যেতেন, যে কেউ দাওয়াত করলে কবুল করতেন। (আহমদ ২৪২২৮, আহমদ ২৫৬৬২, মুসলিম ২৪১৩, নাসাঈ ১৪১৪, মাদারাজ আস সালেদিন ৩২৮/২)

৩. আলী ইবনে আবি তালিব (রা:) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে আমরা রাসূল (স:) এর নিকট আশ্রয় নিতাম, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর যোদ্ধা ছিলেন, তিনি যুদ্ধে কাফেরদের সারির সামনে চলে যেতেন এবং আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। (আহমেদ ১০৪৫)

৪. আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, এক রাতে মদীনাবাসী এক বড়ধরণের শব্দে আতংকিত হোল, এবং তারা সেদিকে রওয়ানা করলো এবং তিনি সকলের আগে আগে সে দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি আবু তালহা (রা:) এর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, যেটার উপর কোনো গদি ছিল না এবং রাসূলের কাধে একটা তরবারি ছিল। তিনি বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই এটা একটা তীব্র ভাবে প্রচন্ড পানির বেগে ঘোড়ার দৌড়ানির আওয়াজ। (বুখারী ২৯০৮, মুসলিম ২৩০৭)

৫. ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) সবচেয়ে বেশি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ করে রমজান মাসে তার দানশীলতা বেড়ে যেত। রমজানে প্রতি রাতে জীবরিল (আ:) রাসূলকে কুরআন তিলাওয়াত পড়ানোর (study) জন্য আসতেন, তখন রাসূলের দানশীলতা বাতাসের বেগে মতো বেড়ে যেত। (বুখারী, মুসলিম ২৩০৮)

৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, রাসূল (স:) এর কাছে কোনো কিছু কেউ চাইলে তিনি না করতেন না। (বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ২৩১১)

৭. আনাস ইবনে মালিক (রা:) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স:) এর কাছে কিছু চাইলে, তিনি এক পাল ভেড়া দিলেন, যা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তি উপত্যকা ভরে গেলো। লোকটি তার গোত্রের কাছে গিয়ে বলল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, কারণ মুহাম্মদ (স:) এমনভাবে দান করেন যে তিনি গরীব হয়ে যাবেন এই ভয় করেন না। (মুসলিম ৩৩১২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৮. মুতাররিফ (রা:) তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (স:) কে সালাত রত অবস্থায় এমনভাবে ক্রন্দন করতে দেখেছি যে, তার বক্ষ থেকে গম পিসার যাঁতার আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হচ্ছিল। (আবু দাউদ ৯০৪)

৯. ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা:) রাসূল (স:) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স:) আপনার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। রাসূল (স:) উত্তরে বললেন, আমার চুল সাদা হয়ে যাওয়ার কারণ এ সমস্ত সূরাগুলো যেগুলো আমার উপর নাজিল হয়েছে সূরা হুদ, আল ওয়াকিয়াহ, আল মুরসালাত, আল নাবা, আত তাকবীর (Takwir)। (তিরমিজি ২৩১৯)

১০. একদিন ওমর (রা:) রাসূলের (স:) বাড়ীতে আসলেন। এবং ওমর (রা:) দেখলেন, রাসূল (স:) তোষকবিহীন একটি মাদুরের (mat) উপর শুয়ে আছেন, এবং মাদুরের দাগ রাসূল (স:) আর পৃষ্ঠে মোবারকে কেটে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে ওমির (রা:) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাসূল (স:) জিজ্ঞেস করলেন, ওমর (রা:) তুমি কাঁদছো কেন? ওমর বললেন, কায়সার এবং খসরু (তৎকালীন দুই পরাশক্তির সম্রাট) সিল্কের কাপড় পরিধান করে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসে আছে, আর আল্লাহর রাসূল (স:) তোশক বিহীন মাদুরে শুয়ে আছেন, রাসূল (স:) বললেন, ওমর তুমি কি খুশি নও যে, তাদের জন্য এই দুনিয়া এবং আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাত? (বুখারী ৫৮৪৩, মুসলিম ১৪৭৯)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, রাসূলের (স:) অনুসরণ করা আমাদের উপর ফরজ, যেমন ফরজ আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। কারণ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলকে (স:) অনুসরণ করতে। হাদিসগুলো পড়লে অবশ্যই সওয়াব হবে। কোরআন তেলাওয়াত করলেও সওয়াব হবে। আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, শুধু তেলাওয়াত করেছিলে-অনুসরণ করো নাই কেন? কুরআন ও হাদীস পড়ে সেগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, শুধু তেলাওয়াত করার জন্য নয়।
আসুন আমরা নিজেরা পরিবার পাড়া প্রতিবেশী ও সমাজের সকলে মিলে আল্লাহ ও রসূলের হুকুম আহকাম ভালো করে জেনে নেই এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালিত করি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/